গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ **(মনিটরিং ও সমন্বয়)** অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সেপ্টেম্বর ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আ: গাফফার খান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩)।
তারিখ ও সময় : ২৯.০৯.২০১৬ খ্রিঃ, সকালঃ ১০:৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** সন্নিবেশিত।

জনাব আ: গাফফার খান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সভায় সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তিনি সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে প্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের কর্মদক্ষতা পরিমাপের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নম্বরের প্রচলন করেছে। তিনি নিয়মিতভাবে ইনোভেশন কমিটির সভা আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাটি প্রতিমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আয়োজনের পরামর্শ দেন এবং অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে ইনোভেশন কমিটির সভা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্পন্নের অনুরোধ করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৩৬টি ইনোভেশন পাইলটের ইতোমধ্যে সমাপ্ত ২১টি পাইলটের শোকেসিং শীঘ্রই সম্পন্ন করার জন্য ও তাগিদ দেন।

০২. সভাপতি মহোদয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ইনোভেশনগুলোর রেপ্লিকেশন ও শোকেসিং করার জন্য জায়গা ও তারিখ নির্ধারণ করতে অনুরোধ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয় উপস্থিত থাকবেন। তিনি ইনোভেশন কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে কিনা তা পরিদর্শনের জন্য অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণকে নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের অনুরোধ করেন। প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক পরিচালককে পরিদর্শনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

০৩. জনাব রুহল আমিন, পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন সভাকে অবহিত করেন যে, ঔষধ প্রশাসন বেশকিছু ইনোভেশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ঔষধ প্রশাসন একটি সফটওয়ার ডেভেলপমেন্টের কাজ হাতে নিয়েছে। কাজটির ৭৮% সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বরে পাইলটিং হবে। এই সফটওয়ারের মাধ্যমে জনগণ ঔষধ আসল নকল, মেয়াদ উত্তীর্ণ, সঠিকমূল্য পরীক্ষা করতে পারবে। এই সফট ওয়ারের মাধ্যমে ওষুধ সেবনের পর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানাতে পারবে। তিনি আরো জানান, ঔষধ প্রশাসন এটুআই কর্তৃক পুরষ্কার প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ইনোভেশন কাজগুলো মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশনের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত নেই। কাজগুলোকে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশনের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান ঔষধ প্রশাসনের একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ওয়েব পোর্টাল রয়েছে। সেখানে ব্রাউজ করে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন ব্যক্তি ঔষধের মূল্য ও কার্যকারিতা জানতে পারে।

০৪. জনাব সুখেন্দু শেখর রায়, সিস্টেম এনালিস্ট, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান, এমআইএস গৃহীত ১০ টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি চালু রয়েছে। রেপ্লিকেশনে যাওয়ার সাইট সিলেকশন হয়েছে। অন্যান্য ইনোভেশনের সাথে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা চলছে।

০৫. জনাব আবুল কালাম আজাদ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জানান, অধিদপ্তরের ২৬টি ইনোভেশন পাইলটের মধ্যে ৭টি পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। কার্যক্রমগুলো প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। শোকেসিং করে রেপ্লিকেশন করার সময় নির্ধারণ করা হবে। নতুন ১৯টি পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মমধ্যে ২টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই গ্রহণ করেছে।

০৬. জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইনোভেশন সংক্রান্ত ০২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ জরুরি ভিত্তিতে অয়োজনের জন্য অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ-কে অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান, এ প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বর্তমান বাজেটের প্রশিক্ষণ খাত হতে মেটানো যাবে।

০৭. জনাব এ কে এম মাহবুবুর রহমান জোয়ার্দ্দার, পরিচালক এমআইএস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জানান, ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মেন্টরের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ইনোভেশন কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে ২১ জন মেন্টর নিয়োগ করেছে। আগামী ৪ ও ৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ইনোভেশন সংক্রান্ত ০২ (দুই) দিনের ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে।

০৮. জনাব মোঃ রেজানুর রহমান, চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি জানান, নিমিউ ইনোভেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ইতোমধ্যে নিমিউ এন্ড টিসি সফটওয়ার বেজ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে মেডিকেল ইকুয়েপমেন্ট মেরামতের হিসাব রাখা যাবে। পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার ও ডেভেলপের কাজ করছে নিমিউ। এই

কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একজন সহকারী প্রোগ্রামার প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়-কে এ বিষয়ে টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট প্রদানের অনুরোধ করেন।

০৯. জনাব হামিদ আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে চলমান প্রজেক্টের অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। ঠিকাদারদের অনলাইনে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২ (দুই) দিনের ইনোভেশন ট্রেনিং আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

১০. সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

১০.১: ইনোভেশন সংক্রান্ত ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ শীঘ্রই সম্পন্ন করতে হবে;
১০.২: প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কারিকুলামে ইনোভেশন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;
১০.৩: মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কমিটির সভা প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে;
১০.৪: অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কমিটির সভা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে;
১০.৫: বদলিজনিত করণে পদ শুণ্য হলে ইনোভেশন টিম পূণর্গঠন করতে হবে;
১০.৬: বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে;
১০.৭: প্রতিটি ইনোভেশন পাইলটের বিপরীতে মেন্টর নিয়োগ করতে হবে;
১০.৮: ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ ও ইনোভেশন পাইলটের কর্মকর্তাগণকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে;
১০.৯: মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পগুলো পরিদর্শনের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিচালককে প্রদান করা যেতে পারে;
১০.১০: ইনোভেশন পাইলট গ্রহণ ও সমাপ্তিতে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ডিও লেটার/পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে;
১০.১১: অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশন কার্যক্রম আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
১০.১২: মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং পরিদর্শনে আরও উদ্যোগী ভুমিকা গ্রহণ করতে পারে; এবং
১০.১৩: অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস চার্টে 'গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়' নামে নতুন অর্থনৈতিক কোড '৪৮২৯-গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়' এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ০৯.১০.২০১৬
(আ: গাফফার খান)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও
চিফ ইনোভেশন অফিসার

নং- ৪৫.১৪১.০৯৩.০০.০০.০০৮.২০১৬-২৪৪ তারিখঃ ০৯.১০.২০১৬খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ ঔসধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নিপোর্ট), ঢাকা।
২. উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১/প্রবা-৩/প্রশাসন- ১) অধিশাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, আনসারি ভবন, তোপখানা রোড, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. উপপ্রধান (স্বাস্থ্য), পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৬. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৯. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে:

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৯.১০.২০১৬
(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৪১.০৯৩.০১০.০০.০০৭.২০১৬-২৪৬ তারিখঃ ১০.১০.২০১৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ উদ্ভাবনী চর্চায় প্রণোদনা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং: ০৪.০০.০০০০.৪১৬.৩৫.০০১.১৩.২৮০, তারিখ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, সরকারি সেবা প্রদানে উদ্ভাবনী চর্চার প্রসার ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশও এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বরং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে সমগোত্রীয় অনেক দেশ থেকে বাংলাদেশের অর্জন অনেক বেশি। সুশাসন, উদ্ভাবন, পাবলিক সার্ভিস, স্বাস্থ্য, আইসিটি, পরিবেশ, নারী উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করলেও আন্তর্জাতিক ফোরামে এসব অর্জনের স্বীকৃতির জন্য তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রবর্তিত এতদ্‌বিষয়ক বিভিন্ন পুরস্কার যেমন-United Nation Public Service Awards (UNPSA), Commonwealth for Public Administration and Management (CAPAM) এর 'CAPAM Innovation Awards', UN-Habitat The Youth Innovation and Entrepreneurship Award, The Intercultural Innovation Award ইত্যাদির জন্য মনোনয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি ও প্রণোদনা লাভ করবে।

০২। এমতাবস্থায়, জণপ্রশাসন পদকসহ জাতীয় পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বলতর করার লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্টদের যথাযথ স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদানের নিমিত্ত প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যথোপযুক্ত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্ত:বর্ণনামতে।

১০.১০.২০১৬

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট/ঔষধ প্রশাসন) অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আনসারী ভবন, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৬. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭. পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৮. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা/পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য/প্রশাসন/হাসপাতাল/শৃঙ্খলা ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।